MUGIBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

DEPT: OF BENGALI (UG)

ASSIGNMENT

ToPics : 1. কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান আলোচনা কর?

2. বাংলা কাব্য - কবিতার জগতে মাইকেল মধু-সূদন দত্তের অবদান লেখ?

৩. নবীনচন্দ্র সেন?

Full Name :- SUMITA DAS

Roll No :- 117

Class : B.A. (Hons)

Sem : III

Academic year : 2023-24

Date of Submission : 01/12/2023

Students Signature

Sumita Das

Professor Signature 14/12/23

১) কবি ঈশ্বর গুপ্তের অবদান আলোচনা কর?

~~বাংলা সাহিত্যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের ও~~

→ বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে। এই যুগের প্রথম কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি রায়গুনাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রিঃ আর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক যুগের কাব্য সৃষ্টি করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ খ্রিঃ থেকে। মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূচনা এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়টাতে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উৎকর্ষপূর্ন সৃষ্টি দেখা যায় না। তখন বাংলা গদ্যের উদ্ভব কাল। এই সময়ের সামগ্রিক বাংলা সাহিত্যের বিরাজমান ছিল যুগসন্ধির বৈশিষ্ট্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল এই সময়েই। তাই বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগসন্ধিক্ষনের কবি হিসেবে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের মধ্য ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সব্যসাচীর মতো দুহাতে দুদিকের নির্দেশ দিয়েছেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত,

— কবি ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ১৮৩১ সাল থেকে '<u>সংবাদ প্রভাকর</u>' পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক। অজস্র কবিতা রচনা করেছেন সংবাদ পত্রের পাতায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম তার কবিতা গুলিকে '<u>ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা</u>

সং·গ্রহ' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। ~~নাম দিয়ে প্রকাশ করেন~~ তবে অক্ষমতার কারণে তিনি সব কবিতা সং·গ্রহ করেননি। তার অন্যান্য রচনা গুলি হল—

(i) কালীকীর্তন রামপ্রসাদ সেন লিখিত।

(ii) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত- ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত।

(iii) প্রবোধ প্রভাকর – নিজস্ব কবিতার সং·কলন।

(iv) হিত প্রভাকর – হিতপদেশের গল্প গদ্যে রচিত।

(v) মহাকবি ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের বিরোচিত কবিতা বলির আর সং·গ্রহ – কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক – সং·বাদ প্রভাকর থেকে সং·গৃহিত কবিতার খন্ড খন্ড সং·কলন।

(vi) বোধেন্দু বিকাশ – নাটক

(vii) সত্যনারায়নের ব্রতকথা

(viii) পত্রিকা সম্পাদনা – সং·বাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক-১৮৩১) দৈনিক (১৮৩৯)

(ix) সং·বাদ রত্নাকর (১৮৩২)

(x) পাষন্ড পিড়ন (১৮৪৬)

(xi) সং·বাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭)

— সামাজিক ও ব্যাঙ্গ কবিতার জন্য ঈশ্বর গুপ্তের খ্যাতি সর্বাধিক। তার রঙ্গ রস প্রবনতা ও লঘু চপল ভঙ্গি কবিতা গুলিকে উৎকর্ষতা দান করেছে। সে আমলে ইং·রেজি শিক্ষা সভ্যতার সং·স্পর্শে বাঙালি সমাজ ও জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো ঈশ্বর গুপ্ত তাকেই কবিতার উপজীব্য বলে মনে করেছেন। যেখানেই সামাজিক অনাচার চারিত্রিক দৈন্য ও আদর্শহীনতা দেখেছেন সেখানেই তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রাচীন, নবীনের

কোনো পার্থক্য করেননি। তাঁর সমাজে ব্যঙ্গ কবিতার বিষয়বস্তু ছিলো বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন- বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিরোধিতা। কৌলিন্য প্রথার উপকারিতা বাঙালির সাহেবিয়ানা — অনুকরণপ্রিয়তা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সমাজের বিকৃতি ও প্রাচীন সনাতন ধর্ম লোপের আশঙ্কা, গো- হত্যা, জমিদারদের অনাচার ব্যভিচারের বর্ণনা খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ, ইয়ং বেঙ্গলদের ক্রীয়াকলাপের সমালোচনা, নীলকর সাহেবের অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদি।

— ইংরেজদের আচার-আচরণকে দেশের জন্য অকল্যাণকর মনে করে ইংরেজিয়ানার প্রতি ব্যঙ্গ করে 'ইংরেজী নববর্ষ' কবিতায় কবি লিখেছেন—

"বিন্দ রে বোতলবাসা বিন্দ লাল জল
বিন্দ বিন্দ বিলাতের সভ্যতার ফল।"—

— তাঁর 'বাঙালির মেয়ে' কবিতায় ও অতীত মুগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়, স্ত্রী শিক্ষার প্রতি তার সমর্থন ছিলো না বলে তিনি বলেছেন—

"লক্ষী মেয়ে যারা ছিলো
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া
চাট চমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া—

'নীলকর' কবিতায় নীলকরদের অত্যাচার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কবি মহারানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন। তাতে নিজের অবস্থা সম্পর্কে তার পরিহাস মধুর মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।—

"তুমি মা কল্পতরু

আমরা অত সোজা নই
ঝিঙ্গিনি ঝিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল বিচালী ঘাস
যেনো রাঙা আমলা, তুলে মামলা
আমলা ভোগে না;
আমরা ভুষি পেলেই খুশি হবে
ঘুষি খেলে বাঁচবো না।"—

— তুচ্ছ বিষয়ে ও তাঁর কৌতুক রসের প্রকাশের স্থান করে নিয়েছে। যেমন '~~পাঁঠা~~' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"রস ভোরা রসময় রসের ছাগল,
তোমার কারনে আমি হয়েছি পাগল।"—

— বাঙালার অন্তঃপুরের বিভিন্ন ভোজদ্রব্য নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত যে সব কবিতা রচনা করেছেন তাও বেশ সুমধুর—

" আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর
গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ 'প্রকার'
বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন কুটুম্বের মেলা
হায় হায় দেশাচার বল্য তোর খেলা।"—

— কবিতার চারপাশে যে সব মানুষ দেখেছেন তার মধ্যে প্রকৃত মনুষত্ব্যের প্রকাশ ~~করতে~~ দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এমন কি তার মনে মনুষত্বের যে আদর্শ অম্লান ছিলো নিজের ব্যবহারে—আচরনে কর্মে ও সেই মনুষত্ব্যের প্রকাশ তিনি দেখতে পাননি, তাই লিখেছিলেন —

"স্বরূপ মানুষ ~~[illegible]~~ এমন মানুষ কই
আমি তো মানুষ নিজে নই।"—

— ঈশ্বর গুপ্তের ধর্মবিষয়ক কবিতায় আলোচনায় দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি যুক্তিবাদী। পূর্বসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর তার অহেতুক ভক্তির মূল্য কখিত নয়। অন্ধ গোঁড়ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। তাই যেখানে ধর্মের নামে ব্যাভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া যায়, সেখানেই তিনি প্রকাশ করেন খড়্গমূর্তি। '<u>স্নানযাত্রা</u>' কবিতাটিতে রয়েছে এই-ভাবেরই প্রকাশ। সেযুগের সামাজিক নৈতিক ব্যাভিচারের একটি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় মহেশের স্নান যাত্রায় —

"চরণে বিলাতি জুতো পরিলেন যোপদুতি
হারিলেন পৈতৃক ওসর
চাপাতলা শূন্য করি যান যত নব হরি
ঘর ঘর ঘসর ঘসর।"—

— স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ ঈশ্বর গুপ্তের আরেকটি আধুনিকতার লক্ষণ বলে ধরা যেতে পারে। '<u>স্বদেশ</u>' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসী গনে
প্রেমপূর্ন নয়ন মেলিয়া,
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"—

— ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় ইতিহাস চেতনার পরিচয়ও রয়েছে। প্রাচীন কবিদের জীবনী ও কাব্য রচনার মাধ্যমে তার এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছে। সমকালীন যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েও কবিতা রচনার নিদর্শন তার আছে। এদিক থেকে তিনি প্রথম আধুনিকতার লক্ষনাক্রান্ত কবি। আসলে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় প্রাচীন ও নবীন দুই যুগের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ করেছিলেন। তিনি যুগের

পরিবর্তন গ্রহণ করতে পারে নি বলে প্রাচীন পন্থি প্রমাণ মেলে। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন বলে তার কাব্যে সে ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, নতুন ভাব ধারায় সম্পূর্ণ রূপে অবগাহন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি বলে তার সম্পর্কে বলা হয় —

"ঈশ্বর গুপ্ত আঙ্গিকে পুরানো- কিন্তু ভাবে নতুন।"—

— ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাং-বাদিক চারিদিকে যা দেখেছেন কৌতুক সহকারে তাই ফুটিয়ে তুলেছেন, গভীর জীবনবোধের পরিচয় তার কবিতায় নেই। জীবন-কে হাল্কাভাবে দেখার একটি বিশেষ দৃষ্টি তার ছিলো বলে নানা বিষয়ে তিনি ব্যঙ্গরসের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। তিনি সমগ্র বিশ্বকে কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলে তার রচনায় সূক্ষ্মতা বা গভীরতা ছিলো না। তাই তার সম্পর্কে মন্তব্য করা হয় —

"ঈশ্বর গুপ্ত সমসাময়িক ঘটনার কবি, লৌকিক আচার ও সামাজিক পরিচিতির কবি, গভীর জীবন বোধের কবি নয়।"—

— আর এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন তাই বোধহয় তার সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা, তিনি লিখেছেন —

"ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চুলের কাঁটায় রান্নাঘরের ধুঁয়ায় নাটুরে মাঝির ধ্বনির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়, তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপসে মাছে মৎস্যের ভাব ছাড়া তপস্বী ভাব দেখেন, পাঁঠার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচীর গায়ের গন্ধ পান এক কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist—